গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র- এর গবেষণা প্রকল্পের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

নজরুলের গ্রামোফোন কোম্পানির

জীবন ও গান

Nazrul's Life and Songs at the Gramophone Company

গবেষক

ড. দেবাশীষ বেপারী

সহযোগী অধ্যাপক

সঙ্গীত বিভাগ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থ বছর: ২০২১-২২

গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

নজরুলের গ্রামোফোন কোম্পানির জীবন ও গান



অর্থ বছরঃ ২০২১-২২

গবেষক

ড. দেবাশীষ বেপারী

সহযোগী অধ্যাপক

সঙ্গীত বিভাগ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

প্রসঙ্গ কথা

বাংলা গানের পঞ্চপ্রধান কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত আর কারো গান, স্বগৌরবে দেশ, কাল, ইতিহাস বিজয় করেনি এমন করে। কাজী নজরুলের সংগীত জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ অধ্যায় গ্রামোফোন ও বেতার পর্ব। বাংলা গানের ক্রমবিকাশের পথে গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত সৃজন, নানা রকম স্মৃতিময় ও গীতিময় গল্প, আড্ডা, গান রচনার পেছনের ইতিহাস এবং গ্রামোফোন সংশিষ্ট সকল শিল্পী, কলাকুশলী, যন্ত্রশিল্পী, সংগীত পরিচালক, প্রকৌশলীর বাংলা গান রচনায় অকুণ্ঠ অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য প্রকাশ করা এ গবেষণার উদ্দেশ্য। কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর রচিত গান বাঙালির জীবন দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। নজরুলের সংগীত বাঙালির জীবনে এনে দিয়েছে শ্রুতি সুখকর পরম তৃপ্তি, যা বাঙালিকে করেছে আরও প্রেমময়, আরও গীতিময়। গ্রামোফোন কোম্পানি ও বেতার কেন্দ্র এই দু'টি প্রচার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে নজরুলের সংগীত সৃজনের মাত্রা সর্বাধিক। বাংলা গানের যে ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস তাতে চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি কাজী নজরুল ইসলামের মত এমন বৈচিত্র্যধারী ও ব্যতিক্রমী সংগীত রচয়িতা বিরল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নজরুল প্রথম গ্রামোফোন কোম্পানি (HMV) হিজ মাস্টার্স ভয়েসের সাথে যুক্ত হন এবং গীতিকার, সুরকার ও প্রশিক্ষক হিসেবে সম্পূর্ণরূপে সংগীত জগতে প্রবেশ করেন। কবির বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর আরেক বন্ধু সুগায়ক উমাপদ ভট্টাচার্যের সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান করেন নজরুল। সে সময় কে. মল্লিক ও ভগবতী বাবু (উচ্চপদস্থ বড় কর্মকর্তা) যুক্ত ছিলেন (HMV) এইচএমভিতে। ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ সাল অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার পুর্বমূহুর্ত পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে যুক্ত হওয়ার পরে বিচিত্র ধারার অসংখ্য গান রচনা করেছেন, যে গানগুলি বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন: এত জল ও কাজল চোখে, ভুলি কেমনে আজো যে মনে, আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়, বাগিচায় বুলবুলি তুই, চেয়ো না সুনয়না, অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে, তোমার বুকের ফুলদানিতে প্রভৃতি। একজন গীত রচয়িতা, সুরকার, প্রশিক্ষক এবং শিল্পী হিসেবে, সফল ছিল নজরুলের গ্রামোফোন কোম্পানির জীবন। বাংলা গানের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত সৃজন এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। বাঙালি শ্রোতাদের সব থেকে বেশি মুগ্ধ করেছে নজরুলের বিচিত্র ধারার বিষয় অনুষঙ্গে রচিত বৈচিত্র্যময় সুরশৈলী সমৃদ্ধ গান। গ্রামোফোন কোম্পানি, গ্রামোফোনে নজরুলের যোগদান, গ্রামোফোনে নজরুলের সংগীত জীবন, গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুলের বিচিত্র ধারার গান রচনা প্রসঙ্গ, যেসব রেকর্ড কোম্পানিতে নজরুল যুক্ত ছিলেন, নজরুলের গ্রামোফোন কোম্পানির জীবন সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের স্মৃতিচারণ,

বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া নজরুল সংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড ও গ্রামোফোনে রচিত নজরুলের গান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে।

এই গবেষণায় সহায়তা প্রদান করার জন্য নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে, সঙ্গীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. জাহিদুল কবীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের সম্মানিত পরিচালক- এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও নানা ভাবে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

২৫ জুন ২০২২

ড. দেবাশীষ বেপারী
সহযোগী অধ্যাপক
সঙ্গীত বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল ময়মনসিংহ-২২২৪
e-mail: debasishbeparydu@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

গ্রামোফোন কোম্পানি-৭

গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুলের যোগদান-১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রামোফোনে নজরুলের সংগীত জীবন-১৯

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুলের বিচিত্র ধারার গান রচনা প্রসঙ্গ-৩১

চতুর্থ অধ্যায়

যেসব রেকর্ড কোম্পানিতে নজরুল যুক্ত ছিলেন-৪৪

নজরুলের গ্রামোফোন কোম্পানির জীবন সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের স্মৃতিচারণ-৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রামোফোন কোম্পানিতে রচিত নজরুলের গান-৬২

উপসংহার-১৩০

প্রথম অধ্যায়

গ্রামোফোন কোম্পানি

গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুলের যোগদান

প্রথম অধ্যায়

গ্রামোফোন কোম্পানি

এক

বাঙালির বিনোদনের এক সময়কার খুব জনপ্রিয় উপকণের নাম গ্রামোফোন। মূলত এক ধরনের আধুনিক রেকর্ড প্লেয়ারের নাম গ্রামোফোন। বাঙালির কাছে গ্রামোফোনের আরেক নাম কলের গান। গ্রামোফোনের সুর বাঙালির জীবনের সাথে অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল একসময়। বিশ শতকের আমির দশক অবধি এ যন্ত্রের খুব বেশি প্রচলন ছিল। যদিও বিদেশিদের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে প্রথম গ্রামোফোন এসেছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় গ্রামোফোন যন্ত্রকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যে, গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরিতে বাঙালিরা অনেক অগ্রসর হন। বাঙালিদের হাতে গ্রামোফোন রেকর্ডের নতুন কোম্পানি পর্যন্ত তৈরি হয়। এক সময় সৃজনশীল সাংগীতিক কর্ম প্রকাশের মাধ্যম ছিল ৪ টি- গ্রামোফোন, বেতার, মঞ্চ ও চলচ্চিত্র। প্রায় শতবর্ষ ধরে ঐতিহ্যময় ইতিহাস নিয়ে বাঙালি শ্রোতাদের যে কলের গান বিনোদনে বেঁধে রেখেছিল, বাঙালি শ্রোতাদের ঘরে সেই কলের গানের প্রচলন কয়েক দশক আগে বিলুপ্ত হয়েছে। বাংলা গানের পাশাপাশি রাগ সংগীত প্রচার প্রচার রূপান্তরে গ্রামোফোন কোম্পানির অবদান অপরিসীম। বাঙালির সংগীতে সংস্কৃতিতে গ্রামোফোনের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়ে গেছে আজও। বাংলা গানকে রাজা জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির জলসাঘর আর বৈঠকখানার গন্ডি থেকে সাধারণ জনসাধারণের দ্বারে মুক্ত করে দিয়েছে গ্রামোফোন। গ্রামোফোনের সূচনা যুগের শিল্পী হিসেবে যাঁদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খ্যাতিমান শিল্পী গওহর জান, লালচাঁদ বড়াল, পিয়ারা সাহেব প্রমুখ। কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানিকে ঘিরে অসামান্য বাণী ও সুর সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা গানে এনেছিলেন যুগান্তর। পরবর্তীতে অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পীরা সে ধারায় সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য গান, অসংখ্য সুর ও বাণী। বাঙ্গালি শ্রোতাদের মধুর প্রশান্তিতে বিমুগ্ধ করে রেখেছে গ্রামোফোন কয়েক যুগ ধরে। সংগীতসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণময় ধারার প্রকাশ ঘটেছিল গ্রামোফোনের মাধ্যমে। বিভিন্ন উৎসব পার্বণ কে কেন্দ্র করে গ্রামোফোনের রেকর্ড বের হওয়ার প্রচলন ছিল আগেকার দিনে। শারদীয় দুর্গোৎসব ছিল তার মধ্যে অন্যতম। মানুষের মনের ভালোলাগার জগৎটাকে অধিকার করে ফেলেছিল গ্রামোফোন। বাঙালির ও বাংলা গানের একসময়কার ঐশ্বর্যময় সংগীত সংস্কৃতি গ্রামোফোনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বাঙালি জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল গ্রামোফোন যে গ্রাম-শহর-গঞ্জে সর্বত্র গ্রামোফোনের সুরের ছোঁয়া লেগে ছিল। জনসাধারণ তাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রামোফোন কে এত বেশি গ্রহণ করেছিল যে গ্রামোফোন কোম্পানির উদ্যোগেও তখনকার গ্রামোফানের গান শোনানোর ব্যবস্থা করা হতো গ্রামে গঞ্জে। তাছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেসব জায়গায় বিভিন্ন মেলা বসতো সেখানে গ্রামোফোনের গান শুনিয়ে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করতো কেউ কেউ। অনেক ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী

গ্রামোফোন নিয়ে পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অর্থ ও চাল-ডাল সহ ফসলের বিনিময়েও গ্রামোফোনের গান শোনাতো। অসংখ্য শিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও কলাকুশলী মিলে স্বর্ণযুগের সুরের ধারা তৈরি করেছিল গ্রামোফোনকে কেন্দ্র করে।

দুই

আধুনিক রেকর্ড বাদন যন্ত্রের নাম গ্রামোফোন। বেশ কিছুদিন পূর্বের বহুল প্রচলিত স্টোরিও ও সিডির পূর্ববর্তী শব্দ ধারণ ও শ্রবণের মাধ্যম গ্রামোফোন। গ্রামোফোন বাংলাদেশের শ্রোতাদের কাছে কলের গান নামেও পরিচিত ছিল। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) আবিষ্কার করেন 'ফনোগ্রাফ' নামক একটি আশ্চর্যজনক শব্দ ধারণ ও শ্রবণ যন্ত্র। বিজ্ঞানী এডিসন ফনোগ্রাফ আবিষ্কারকে তেমন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার মনে করতেন না। তিনি ফনোগ্রাফ আবিষ্কারকে শিশুদের খেলনার মতো সাময়িক আনন্দের বিষয় হিসেবে মনে করতেন। ব্যবসায়িকভাবে ফনোগ্রাফের ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে করতেন না। বিজ্ঞানী এডিশন তাঁর দিনপঞ্জিতে এমন তথ্যই লিপিবদ্ধ করেছেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী এমিল বার্লিনার টমাস আলভা এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্রটিকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আরো উন্নতমানে অগ্রসর করে 'গ্রামোফোন' নাম দেন। এডিশনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হত মোম। ফনোগ্রাফের উন্নত সংস্করণ গ্রামোফোন। সাইলিন্ড্রিক্যাল ওয়াক্স রেকর্ডের পরিবর্তে গ্রামোফোনে বিজ্ঞানী বার্লিনার ডিস্ক রেকর্ড পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এডিসনের ফনোগ্রাফ গ্রামোফোন নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করিয়েছেন বিজ্ঞানী বার্লিনার। আবিষ্কারের বছর দুয়েকের মধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানি কলকাতায় পৌঁছেছে বলে জানা যায়। বিজ্ঞানী বার্লিনার ইংল্যান্ডে ১৯৯৮ সালে 'দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিঃ' প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম ব্যারি ওয়েন নামক একজন আইনজীবীকে সাথে নিয়ে। বার্লিনার ১৯০১ সালে জে. ওয়াটশন হদ নামে একজন ইংরেজকে কলকাতায় পাঠান এবং তার মাধ্যমেই গ্রামোফোন কোম্পানির একটি শাখা কলকাতায় খোলা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের তিনি ঘুরে গ্রামোফোন কোম্পানির ব্যবসায়িক অগ্রগতির প্রচুর সম্ভাবনা অনুভব করেন এবং গ্রামোফোনের বিলেতের প্রধান কেন্দ্রে পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের আলোকেই ১৯০২ সালে কলকাতায় আসেন অভিজ্ঞ রেকর্ডিস্ট ও পিয়ানো বাদক বার্লিনারের সহকারী এফ. ডব্লিউ গেইসবার্গ।

গেইসবার্গ কলকাতার বাঙালি শিল্পী গওহর জানের গান রেকর্ড করেন ১৯০২ সালে গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য। গওহরজানের সেই গানগুলির সাত ও দশ ইঞ্চি ব্যাসের একটি রেকর্ডে ধারণ করা হয় সে সময়। তখনকার স্থানীয় সকল পত্রিকা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় গওহরজানের ছবি ছাপা হয়েছিল এবং ভারতজুড়ে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এই রেকর্ডের জন্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তিনি রেকর্ড করার জন্য শিল্পী সংগ্রহ করেন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানি স্থাপনের উদ্দেশ্য আলাপ-আলোচনাও করেন। সংগীত বহুল যেসব স্থানে গেইসবার্গ শিল্পী

সংগ্রহের জন্য গিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: লাহোর, ফিরোজপুর বেনারস, লখনৌ, বম্বে, হায়দারাবাদ প্রভৃতি। এছাড়া ও বিভিন্ন রঙ্গালয় ও প্রমোদগৃহেও গিয়েছেন।

ভারতে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরীর উদ্যোক্তা ছিলেন হেমেন্দ্র মোহন বসু নামের একজন বাঙালি আর গ্রামোফোন তৈরি ও বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন মানিক লাল সাহা (এম.এল শ্ব)। লন্ডনের নিকল রেকর্ডস ও নিকল ফোনের প্রধান ও প্রথম এজেন্ট ছিলেন মানিক লাল সাহা। পূর্বে তিনি পেশায় ছিলেন হারমোনিয়াম নির্মাতা। তার হাত ধরেই পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত ইন্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।

হেমেন্দ্র মোহন বসু (১৮৬৬-১৯১৬) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এডিসনের একটি ফনোগ্রাফ রেকর্ডিং মেশিন সংগ্রহ করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন এবং সে মেশিন দিয়ে অন্যান্য কোম্পানি থেকে যন্ত্রপাতি ভাড়া করে স্থানীয় গুণীদের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করেছিলেন। পরবর্তীতে নিজের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডিং ব্যবসায় বেশ উন্নতি করেছিলেন। ভারতবর্ষ ক্রমেই গ্রামোফোন রেকর্ডের এক বিশাল বাজারে পরিণত হয় এবং বিপুলসংখ্যক শ্রোতা গ্রামোফোনে গান শোনা আরম্ভ করেন। কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানির প্রথম যুগে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যেসব কোম্পানি তার মধ্যে অন্যতম হিজ মাস্টার্স ভয়েস, কলম্বিয়া, পঠে প্রভৃতি। হিজ মাস্টার্স ভয়েস ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি, কলম্বিয়া ছিল আমেরিকান কোম্পানি এবং পঠে ছিল ফ্রেন্স কোম্পানি। ধীরে ধীরে বাঙালি পরিবারে গ্রামোফোন একটি মর্যাদাপূর্ণ বিনোদনের যন্ত্রে পরিণত হয় এবং ধারা অব্যাহত ছিল প্রায় পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত। ধীরে ধীরে গ্রামোফোন বিলুপ্ত হয়ে বাঙালির গান শ্রবণের প্রবণতা আরো আধুনিক প্রযুক্তি স্টোরিও দিকে ধাবিত হয়। প্রথমে ব্যবহার করা হতো ৫ ইঞ্চি ব্যাসের রেকর্ড। পরবর্তীতে ১০ ও ১২ ইঞ্চি ব্যাসের রেকর্ড বাজারজাত করা হয় এবং এতে রেকর্ডের স্থায়িত্ব ছিল দুই মিনিট। এরপরে ৭ ইঞ্চি ব্যাসের ৭৮ আরপিএমের (প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা) রেকর্ডে ৪১ মিনিটের শব্দ ধারণ করা হতো।

হেমেন্দ্র মোহন বসু বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড কোম্পানির নাম 'এইচ বোসেস রেকর্ড'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সকণ্ঠে গীত গান ও আবৃত্তি রেকর্ড করেছিলেন সে সময়। এডিসনের কাছ থেকে ফনোগ্রাফ নিয়ে এসে নিজে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে রেকর্ড এর ব্যবসা শুরু করেন কলকাতায়। ফ্রান্সের প্যাথি কোম্পানিতে তার রেকর্ড প্রিন্ট করা হতো। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার ও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হন হেমেন্দ্র মোহন বসু। তাঁর সংগ্রহে থাকা রেকর্ডকৃত অনেক গান সেই অরাজকতার সময় নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ মালিকানাধীন গ্রামোফোন কোম্পানি বিভিন্নভাবে তখনকার সমাজের অভিজাত ও প্রভাবশালী রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। এ কাজের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ওয়াটশন। সারা ভারতবর্ষের নামিদামি প্রখ্যাত শিল্পীদের গানের রেকর্ড প্রকাশ করতে শুরু করলেন গ্রামোফোন কোম্পানি। গ্রামোফোনের সেই অভিযাত্রার প্রথম শিল্পী ছিলেন

কলকাতার বিখ্যাত ও স্বনামধন্য বাইজি গওহরজান (১৮৭০-১৯২৯)। গ্রামোফোন থেকে প্রকাশিত তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড নম্বর পি-০১। তিনি তখনকার সময়ে প্রায় চল্লিশটি ভারতীয় ভাষায় গান গেয়েছেন। ইন্দুবালা ও কাজী নজরুল ইসলামের গুরু ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁ গওহর জানের কাছে তালিম নিয়েছেন সংগীতের নানা বিষয়ে। সেই সময়কার শিল্পীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে গওহরজান ছিলেন সর্ব বিষয় বিবেচনায় মানসম্পন্ন শিল্পী। তাঁর গানের রেকর্ড শোনার জন্য সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষীর শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করত। গওহরজানের গাওয়া বাংলা গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- আজ কেন বধু, হরি বলে ডাক রসনা, ফাঁকি দিয়ে প্রানের পাখি। পূর্ববর্তী যুগের অর্থাৎ গ্রামোফোন কম্পানিতে নজরুলের যুক্ত হওয়ার পূর্বে এই প্রচার মাধ্যমে গান গেয়ে বহুজন বিখ্যাত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অনুপম হায়াৎ উল্লেখ করেছেন–

> গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি ওই সময় গহরজান ছাড়াও পিয়ারা সাহেব, বেদানা দাসী, মিস কিরণ, ওয়াজিরজান, কালীজান প্রমুখ শিল্পীর কণ্ঠে গান রেকর্ড করেছিল। ১৯০১ থেকে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাক-নজরুল যুগে রেকর্ডে গান গেয়ে বা কণ্ঠদান করে যারা খ্যাতি পেয়েছিলেন তাদের নাম পাওয়া যায় তরুণ চট্টোপাধ্যায় সূত্রে। ওই সময়ের খ্যাতিমান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সত্যভূষণ গুপ্ত, জে এন বোস, এস দাস, মন্মথ নাথ দত্ত, মন্মথ নাথ রায়, ডালিম মণি, গোপাল চন্দ্র সিংহ রায়, পূর্ণ কুমারী দাসী, সচ্চিদানন্দ সান্যাল, কুসুম কুমারী দাসী, নরী সুন্দরী দাসী, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, হেমন্ত কুমারী, লালচাঁদ বড়াল, কে মল্লিক, মিস কুমুদিনী, মিস ফিরোজা, রাধা গোবিন্দ গোস্বামী, মিস চারুবালা, শ্রীমতী বিভাবতী, মানদা সুন্দরী দাসী, জহরলাল দত্ত, শরৎ চন্দ্র বদ্যোপাধ্যায়, এস জে মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, মালকাজান, বিনোদিনী দাসী, পান্নাময়ী দাসী, বনবিহারিনী দাসী, মালতিমালা দাসী, গঙাপদ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, হরিমতি (পাঁচী), সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, রানী সুন্দরী, কেসি সেন, মিস যাদুমণি, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, নগেন্দ্রবালা দাসী, ভোলানাথ ব্যানার্জী, মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণভামিনী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইদাস শীল, বিএস দত্ত, মিস দাস, মিস ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, সীতারাম, আশ্চর্যময়ী দাসী, অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, দেববালা, গোবিন্দরানী, মানিকমালা, কনক দাস, অমলা দাস, সাহানা দেবী, হরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। (হায়াৎ, ২০১২, পৃ. ১২-১৩)

ব্রিটিশ মালিকানাধীন বিলেতি রেকর্ড কোম্পানির পাশাপাশি উপমহাদেশে তখন আরও বেশ কয়েকটি রেকর্ড কোম্পানি সুনামের সহিত কাজ করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম প্যাথি কোম্পানি, ভিক্টর টকিং মেশিন কোম্পানি, বেকা গ্রান্ড কোম্পানি প্রভৃতি। ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সাথে কলকাতার মানুষের পরিচয় ঘটে এই যন্ত্র আবিষ্কারের এক থেকে দুই বছরের মধ্যেই। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ ১৮৮৮ সালের দিকে একটি ফটোগ্রাফ যন্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এর কয়েক বছর পরেই ১৮৯১ সালে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে একই ধরনের একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান রেকর্ড করেছেন বলে জানা যায়। ১৮৯৪ সালের দিকে খেতরির মহারাজাকে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা সফর শেষে নিয়ে আসা একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র উপহার পাঠিয়ে ছিলেন বলে জানা যায় এক চিঠির মাধ্যমে।

খামখেয়ালী সভার অনুষ্ঠান পত্রের মাধ্যমে জানা যায়– কয়েক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারেও ফনোগ্রাফ যন্ত্রটি প্রবেশ করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সংগীত গুণীদের ঠাকুর পরিবারের গানের মজলিসের পাশাপাশি এই যন্ত্রের মাধ্যমে পারিবারিকভাবে গান শোনার প্রবণতা আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। ঠিক এভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানি কলকাতায় তথা উপমহাদেশে সংগীত বিকাশের ইতিহাস শুরু করেন ক্রমেই।

১৯২৫ সালে হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি এইচএমভি শিল্পী হরেন্দ্র নাথ দত্তের কণ্ঠে নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' গানটি দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুলের গান রেকর্ডের শুভ সূচনা করেন। এই গানটি ১৯২৪ সালে বহরমপুর জেলে বসে নজরুল একটি নাটকের জন্য রচনা করেছিলেন। জাতপাতের অন্ধ কুসংস্কারে তখন সমাজ দারুণভাবে জর্জরিত ছিল। এইচএমভি থেকে এ গান প্রকাশিত হবার পরে গানের মাধ্যমে মানুষের মনে সচেতনতার জোয়ার এসেছিল। পুরোপুরি সম্ভব না হলেও আংশিক পরিবর্তন এসেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানিতে সেই সময় কাজী নজরুল ইসলামের গান সহ নানা ধরনের গান ধারণ করা হয়েছিল। তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য গান ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ডি.এল রায়ের গান, রজনীকান্তের গান, অতুলপ্রসাদের গান, মঞ্চ নাটকের গান, শ্যামা সংগীত, শ্যাম সংগীত, ভজন, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, স্বদেশী গান, পাঁচালী গান, যাত্রা গান প্রভৃতি।

গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুলের যোগদান

কাজী নজরুল ইসলামের গান প্রথম রেকর্ড হয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস (HMV) কোম্পানি থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। গানের শিল্পী ছিলেন শিল্পী হরেন্দ্র নাথ দত্ত। পরজ মিশ্র সুরের গানটি ছিল 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাল জালিয়াত খেলছে জুয়া'। গানটির রেকর্ড নম্বর এইচ.এম.ভি. পি.৬৯৪৫। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। নজরুলকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় নজরুল ১৯২৩ সালের ১৮ জুন থেকে ২০ জুলাই এর মাঝামাঝি এই গানটি রচনা করেন। গানটি প্রথমে 'জাত জালিয়াত' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা হিসেবে রচনা করা হয়। রেকর্ড লেবেলে গীতিকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখ ছিল না কিন্তু রেকর্ড বুলেটিনে কাজী নজরুল ইসলামের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। নজরুলের এ গানটি পরবর্তীতে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের 'পল্লী সেবা' যাত্রাপালাতেও ব্যবহার করা হয়। হরেন্দ্র নাথ দত্তের গাওয়া জাতের

নামে বজ্জাতি সব গানটির অপর পিঠে ছিল ভক্তিভাবে কবি রজনীকান্ত সেনের গান 'মায়ের ঘরে শুধুই ভাত'। বাংলা গানের দুই দিকপালকে গ্রামোফোন কোম্পানি একটি রেকর্ড প্রকাশের উপলক্ষ্য করে সাংগীতিক চিরবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন সারা জীবনের জন্য। সঙ্গীতকার রজনীকান্ত সেন ও কাজী নজরুল ইসলামের এক অনন্য ইতিহাসের সৃষ্টি হল দুটি গানের মধ্য দিয়ে। গ্রামোফোন কোম্পানি উপমহাদেশে রেকর্ড শুরু করেন 'পি' সিরিজ দিয়ে এবং গ্রামোফোনে নজরুলের প্রথম রেকর্ডও 'পি' সিরিজভুক্ত। পি সিরিজভুক্ত প্রথম গানে কণ্ঠ দেন উপমহাদেশের বিখ্যাত গায়িকা গওহরজান। তাঁর কণ্ঠে গাওয়া প্রথম গানের রেকর্ড নম্বর ছিল 'পি-। ০১'। 'পি' অক্ষর সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন ফনোগ্রাফ শব্দের আদ্যক্ষর হিসেবে 'পি' ব্যবহার করা হয়েছে, কেউ মনে করে 'পারলোফোন' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তখনকার সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান ছিল যেসব গণমাধ্যম যেমন- গ্রামোফোন, বেতার, সবাক চলচ্চিত্র মোটামুটি সব গণমাধ্যমে নজরুলের সৃষ্টিশীলতার স্পর্শ লেগেছিল। বাঙালি শ্রোতাদের হৃদয়ের মর্মমূলে এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে প্রযুক্তির অভিনবত্বে নজরুলের গান পৌঁছে গিয়েছিল।

নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানিতে যুক্ত হন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতা বেতারের সাথেও নজরুল এ বছরে যুক্ত হন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে রেকর্ড করা হয় নজরুলের প্রশিক্ষণে প্রথম গান। এ গান প্রকাশিত হয় বছরের শেষ দিকে। শিল্পী আঙ্গুবালা দেবীর গাওয়া 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' এবং 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বলো কে' গান দুটি এবং শিল্পী কে মল্লিকের গাওয়া 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' ও 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী' এইচএমভি গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুলের প্রশিক্ষণে প্রথম প্রকাশিত রেকর্ড বলে জানা যায়। এই রেকর্ডে নজরুলের স্বকণ্ঠে নজরুলেরই রচিত 'নারী' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। মহান সংগীতকার কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান সম্পর্কে মাহবুবুল হক লিখেছেন–

> ডিসেম্বর ১৯২৯: নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টার্স ভয়েস বা এইচ এম ভি-র সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময় সেখানে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন ঠুমরি-সম্রাট জমির উদ্দিন খাঁ। নজরুল পরে তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন এবং সংগীত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তালিম নেন। জমির উদ্দিন খাঁ বহুদিন নজরুলের পানবাগানের বাড়িতেও গেছেন। নজরুল তাঁরও'গানের ওস্তাদ' ও 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলাবিদকে তাঁর সপ্তম গীতিগ্রন্থ বন-গীতি (১৯৩২) উৎসর্গ করেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কবিতা লেখা সত্ত্বেও অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণে নজরুলকে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানির প্রধান কম্পোজার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। (হক, ২০১০, পৃ. ১৫৭)

কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামোফোন কোম্পানিতে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) পুরোপুরিভাবে যোগদানের পূর্বে আরো একটি গান রেকর্ড হয়েছিল। গানটির শিরোনাম ছিল 'পুঁথির বিধান যাক পুড়ে'। এই গানেরও শিল্পী ছিলেন শিল্পী হরেন্দ্র নাথ দত্ত। এ প্রসঙ্গে এইচএমভির রেকর্ড বুলেটিন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত–

"শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবারে দু'খানি স্বদেশী গান রেকর্ডে দিয়াছেন। দ্বিতীয়খানি ছুঁৎমার্গ পরিহার সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম দ্বারা রচিত।" (ইসলাম, ২০১৩, পৃ. ৪৩৩) নজরুলের সংগীতকীর্তির ধারা সবচেয়ে বেশি বেগবান হয়েছে গ্রামোফোন কোম্পানির জীবনে। বৈচিত্র্যময় সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিপুল পরিমান গান সৃষ্টি করেছেন নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানিতে। কলকাতার পানবাগান লেনের বাসায় থাকা অবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের গান রচনা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সে দিগন্ত ছিল সুর ও সংগীতের দিগন্ত। কৃষ্ণনগর ছেড়ে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় চলে আসেন ১৯২৮ সালের শেষ দিকে। ৮/১, পান বাগান লেনের বাসায় বসবাস শুরু করেন নজরুল। পানবাগানের এই বাসায় থাকাকালীন অবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের সাথে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ ঘটে সংগীতসৃজনের লক্ষ্যে। সংগীতে কাজী নজরুল ইসলাম তখন সু-প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গজল গান দেশাত্মবোধক গান তখন চারিদিকে বিভিন্ন শিল্পীরা গাইছেন। যাঁরা তখনকার সময় নজরুলের গান গেয়ে বিভিন্ন দিক মাতিয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র বিখ্যাত সঙ্গীতকার দিলীপ কুমার রায়, সাহানা দেবী, নলিনীকান্ত সরকার প্রমূখ। নজরুলের রচিত গজল গান তখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কিন্তু ব্রিটিশদের গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তার কারণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগামী যোদ্ধা ছিলেন নজরুল। ব্রিটিশদের শাসন থেকে দেশকে পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে মুক্ত করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে, গান লিখে, বক্তৃতা দিয়ে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন জেল খেটেছেন নজরুল। সংগীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও নজরুল ও নজরুলের গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে বর্জিত ছিল। যেহেতু গ্রামোফোন কোম্পানি একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান সেজন্য এই কোম্পানির নিকট বিভিন্ন দিক হতে বিশেষ করে গায়ক সুরকার গীতিকার শ্রোতাদের নিকট হতে তীব্র দাবি ও জিজ্ঞাসা আসা শুরু হলো- কেন, কি কারনে- নজরুলের গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে নেই এমন ধরনের প্রশ্ন। গ্রামোফোন কোম্পানি আর নজরুলকে উপেক্ষা করে থাকতে পারলো না। গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে নজরুলের গান রেকর্ড না করালে ব্যবসায়িক ভাবে তাদের বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে এবং এক ধরনের জনরোশ তৈরি হবে শ্রোতাদের মধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানির বিপরীতে। কাজী নজরুল ইসলামের বাসভবনের ঠিকানা সংগ্রহ করলেন কোম্পানির কর্মকর্তারা এবং জানতে পারলেন ইতিমধ্যে নজরুলের লেখা দুটি গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড হয়েছে। নজরুলের গানের দিগন্ত ছোঁয়া বিপুলতা, সুরের উচ্ছলতা, বাণীর নবীনতার জন্য বাংলা গানে পূর্ণতার পরশ লেগেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানি আর নজরুলকে উপেক্ষা করে চলতে পারলো না। নজরুলের গান বাঙালি শ্রোতাদের প্রাণে শান্তিময় নিবিড়তা জাগিয়েছে। সেই অনুভূতি থেকেই তারা গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে অনুরোধ শুরু করলেন নজরুলের গানের রেকর্ডের জন্য।

১৯২৮ সালের শেষ দিকে গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে নজরুলের যোগাযোগ ঘটে তাঁর বন্ধু গায়ক শ্রী নলিনীকান্ত সরকার ও গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মাধ্যমে। নলিনীকান্ত সরকারের সাথে কোম্পানির যোগাযোগ ছিল বেশ অনেক বছর আগে থেকেই। গ্রামোফোন থেকে ১৯১৪ সালে নলিনীকান্ত সরকারের প্রথম রেকর্ড বের হয়েছিল। উল্লেখ্য গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ প্রয়াস ছিল কবির বন্ধু সুকণ্ঠ গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্যের। তাঁর সঙ্গে কবির গভীর বন্ধুত্ব হয় বহরমপুরের জেল থেকে কারাবাসের পর যেদিন মুক্ত হলেন কবি সেদিন থেকে। বহরমপুরের স্থানীয় যুবকরা জেলখানার সামনে এসেছিলেন সদ্য কারামুক্ত নজরুলকে মাল্যদানে সংবর্ধিত করার জন্য। সেই উৎসাহী দেশপ্রেমী যুবকদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করা সুগায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য ছিলেন অন্যতম। জেলগেট থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে উমাপদ ভট্টাচার্য তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান সেদিন। ঐ বাড়িতে বেশ কিছুদিন আতিথেয়তা গ্রহণ করেন নজরুল, এই বেড়ানোর সময় নজরুলের সাথে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় উমাপদ ভট্টাচার্যের। নিজের গান রেকর্ড করার প্রয়োজনেই নীলকান্ত সরকারের নিয়মিত যাতায়াত ছিল গ্রামোফোন কোম্পানির আপার চিৎপুর রোড রিহার্সেল বাড়িতে। নজরুল তখন বঙ্গদেশের শ্রোতাদের কাছে ব্যাপকভাবে সফল সংগীত রচয়িতা। শিল্পীরা বহু আসরে তখন নজরুলের বিখ্যাত হওয়া গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করছেন। কোন একদিন বিকেল বেলা গ্রামোফানের সেই প্রশিক্ষণ বাড়িতে নলিনীকান্ত সরকার উপস্থিত হলে গানের আসর বসেছে। আসরে উপস্থিত আছেন ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয় ও কে. মল্লিক প্রমূখ। প্রসঙ্গক্রমে নজরুলের গানের প্রশংসামূলক আলাপ আলোচনা হওয়ার পর উপস্থিত সুধীজনদের অনুরোধে সেখানে নজরুলের কয়েকটি গান গেয়েছেন সুগায়ক নলিনীকান্ত সরকার। গানগুলি শুনে বেশ মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা এবং নজরুলকে রিহার্সেল বাড়িতে একবার নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন কবির বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে। সম্ভবত তার পরের দিনই কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তিনি এবং যথারীতি অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পরে নজরুলকে নিয়ে গানের আসর বসেছে। নিজের কণ্ঠে অনেকগুলি গান গেয়ে শুনিয়েছেন নজরুল। নজরুলের গানের সুরে মুগ্ধ গ্রামোফোন রেকর্ডের কর্তৃপক্ষ সেদিন নজরুলের গান রেকর্ড করার বিষয়ে তেমন পাকাপাকিভাবে কোন কথা বলেননি তবে ভগবতী বাবু নজরুলের গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করার ব্যাপারে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত সরকারের কথা জানিয়ে করুণাময় গোস্বামী তাঁর নজরুলগীতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন–

> ভগবতী বাবু নজরুলের গান রেকর্ড করার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। তারপর আমার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে নজরুলের সঙ্গে ব্যবসায়িক শর্তাদি নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ কে, মল্লিকের আবির্ভাব। সে-সময় গ্রামোফোন কোম্পানি লেখকদের বড় একটা আমল দিতেন না। বড়জোর গান পিছু দশটি টাকা দিয়ে আপ্যায়িত করতেন কোনো কোনো লেখককে। ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ দশ টাকা দক্ষিণা দিয়েই কাজ হাসিল করবার চেষ্টায় ছিলেন। কে. মল্লিক সাহেবও

নজরুলের কাছে এই প্রস্তাবই করলেন। বাদ সাধলাম আমি আর উমাপদ। আমরা শুনেছিলাম গ্রামোফোন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকে রয়্যালটি দিয়ে থাকেন। নজরুলকে আগে থেকেই শেখানো হয়েছিল যেন তিনি রয়্যালটি ছাড়া অন্য কোন শর্তেই রাজী না হন। নজরুল চিরদিনই বেহিসেবী মানুষ। কখন কোন মুহূর্তে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির প্রস্তাবিত শর্তে রাজী হয়ে যান, কিছুই বলা যায় না। এজন্য উমাপদ নজরুলের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। রয়্যালটি শর্তে কন্ট্রাক্ট সই না হওয়া পর্যন্ত উমাপদ নজরুলের সঙ্গ ছাড়েন নি। (গোস্বামী, ১৯৯৬, পৃ. ৪৭)

'বিষ্ণু ভবন' নামে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল রুম ছিল কলকাতার আপার চিৎপুর রোডের 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুল' এর সামনে। গ্রামোফোন কোম্পানির ইনচার্জ ছিলেন ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয়। সংগীত সৃষ্টির প্রথম জীবনে নজরুল অসামান্যভাবে জনপ্রিয় হয়েছিলেন দু'টি ধারায় গান রচনার জন্য এর মধ্যে একটি দেশাত্মবোধক গান এবং অন্যটি গজল শ্রেণির গান। নজরুলের নব ধারায় রচিত গজল শ্রেণির গান বাংলা গানের ধারায় ব্যতিক্রমী সংগীতকলা হিসেবে বিবেচিত।

পূর্ববর্তী সংগীতকারদের ভাবনা প্রসূত সংগীতের পরিবর্তে গ্রামোফোন কোম্পানির বদৌলতে এক নতুন যুগের সূচনা হলো বাংলা গানে। সে যুগ হল শ্রোতাভিমুখী গান রচনার যুগ। এই গ্রামোফোন কেন্দ্রিক গান রচনার প্রধান সঙ্গীতকার হিসেবে সবার মধ্যমণি হয়ে উঠলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সে যুগেই প্রথম শুরু হল শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে গান রচনা, শ্রোতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী গান রচনা, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গান সৃষ্টি ও রেকর্ড। নিভৃত সাধনার কক্ষ পেরিয়ে বাংলা গান গ্রামোফোনের সৌজন্যে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে রেকর্ড আকারে উপমহাদেশীয় অঞ্চলে পৌঁছে গেল বাঙালির ঘরে ঘরে। উপমহাদেশীয় অর্থনীতির সাথে গ্রামোফোন কোম্পানি এবং বাংলা গানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে কালক্রমে। শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী গ্রামোফোন কোম্পানিকে গান সরবরাহের জন্য নতুন নতুন গীতিকার, সুরকার, সংগীতপরিচালকদের সাথে চুক্তি করে তাঁদের থেকে গান নিয়ে রেকর্ড করে বাজারে সরবরাহ করা হতো। সেই ধারাবাহিকতায় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এবং বিদগ্ধ শ্রোতাদের দাবির মুখে ব্রিটিশ রাজদণ্ডে দন্ডিত বহুল আলোচিত ও শ্রোতাদের কাছে বিপুল জনপ্রিয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভি (HMV)। গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ড লেবেলে কোন গীতিকার ও সুরকারের নাম লেখার প্রচলন ছিল না সে সময়। কালেভদ্রে দুই একজন গীতিকার ও সুরকারের নাম দেখা যেতো, সে ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিল অগ্রগণ্য। গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম রেকর্ডে ছাপা হওয়া শুরু হয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তাঁর সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ এবং রয়্যালিটি সহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদন সহ গান রেকর্ড শুরু হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে।

সামাজিক রক্ষণশীলতা সামাজিক বিভিন্ন বাধা কুসংস্কার সামাজিক কুসংস্কার আর্থিক অসংগতি বিভিন্ন কারণে বাঙালি মুসলমানরা গ্রামোফোনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পরের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তবে গ্রামোফোন যন্ত্র ও রেকর্ড ব্যবহার করে প্রথম থেকেই যেসব বাঙালি মুসলমানরা এই পথকে সুগম করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তৎকালীন বিভিন্ন মুসলিম জমিদারগণ, মীর মোশাররফ হোসেন, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমূখ। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারেও যে গ্রামোফোন ছিল তার উদাহরণ পাওয়া যায় মীর মোশাররফ হোসেনের পারিবারিক স্মৃতিচারণে। ভাওয়াইয়া গানের রূপকার আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও ছোটবেলা থেকেই গ্রামোফোনের সঙ্গে পরিচিত ছিল। গ্রামোফোন নিয়ে তার নানা রকম কৌতূহল ছিল। এক সময় সে গ্রামোফোন কোম্পানিরই বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে আব্বাসউদ্দীন আহমদ সুনাম অর্জন করেন। কাজী মোতাহার হোসেন ২১০ টাকা দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে গ্রামোফোন কেনার জন্য। রুচিবান অশিক্ষিত সম্পন্ন বাঙালির সংস্কৃতিবান মানুষদের ঘরে তখনকার সময়ে যখন ছিল বিনোদনের আধুনিক ও জনপ্রিয় এ যন্ত্র। জীবনের হাসি ও কান্নার অনেক স্মৃতি বহন করেছে গ্রামোফোন। গ্রামোফোনের প্রথম বাঙালি মুসলমান রেকর্ড ব্যবসায়ী টাঙ্গাইলের আব্দুল হালিম গজনবী। কলকাতার বউবাজারে ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠান। 'বেকা রেকর্ড' কোম্পানির মূল এজেন্ট এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের রেকর্ড পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। বাস্তবিকভাবে বাংলাগানে ও গ্রামোফোনে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে গ্রামোফোনে নজরুলের সম্পৃক্ততার জন্য। স্মরণীয় সংগীতকার নজরুল তাঁর কথা ও সুরের মহা আয়োজন নিয়ে আসন পেতে বসেছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে। সুরসাগরে সুরের জলগর্ভে যেন ডুবে গিয়েছিলেন গ্রামোফোন জীবনে নজরুল। সে সুরের আবেশে গগনে পবনে মধুর বাঁশরি বেজে উঠেছিল। সাহিত্যের মুদ্রিত রূপের তাগিদ যেন ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল কবির জীবনে। গ্রামোফোন রেকর্ডে সুরের প্রলেপ নেওয়ার নিত্য নব বাসনায় যেন পেয়ে বসেছিল কবি নজরুলকে। এরপরে রচিত হতে শুরু হল নব নব গীত সৃষ্টির ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার বসু লিখেছেন–

> নজরুলের কবি জীবনের অন্তরীপ ১৯৩০ সালে আরও ক্ষীণভূমি হয়ে সংগীতের জলগর্ভে প্রবেশ করতে লাগল। গ্রামোফোন রেকর্ডের পিঠে আপনার গানগুলিকে মুদ্রিত করার নেশা কাগজের পৃষ্ঠায় গদ্যপদ্য মুদ্রণের তাগিদকে অতিক্রম করে যেতে লাগল। (বসু, ২০১৭, পৃ. ৪২৯)